বি আর বি হসপিটালস্ লিঃ
৭৭/এ,পূর্ব রাজা বাজার,পশ্চিম পান্থপথ,
ঢাকা-১২১৫

বিএইচএল - ০৫/ ১৫০২ অক্টোবর ০১, ২০১৯ ইং

নোটিশ

বিষয় ঃ আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আয়কর বিবরণী দাখিল করা প্রসঙ্গে।

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশক্রমে চাকুরীজীবিদের নিম্নোক্ত আয়কর বিবরণী সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা বাধ্যতামূলক ঃ

১। কর্মীর বেতন-ভাতার পরিমান যদি করমুক্ত সীমার বেশী হয়,

২। বেতনভোগী কর্মী যদি নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) নিয়োজিত থাকেন,

৩। বেতনভোগী কর্মী যদি শেয়ার হোল্ডার এম্প্লয়ী হন,

৪। বেতনভোগী কর্মী যদি নিয়োগ কর্তার অর্থায়নে মোটরগাড়ীর মালিক হন,

৫। বেতনভোগী কর্মী যদি কোন পেশাগত সমিতির সদস্য হন।

আয়কর বিবরণী দাখিল করার শেষ সময় নভেম্বর ৩০, ২০১৯ ইং। বিষয়টির গুরুত্ব এবং বাধ্যবাধকতার বিষয় অবগতির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর পরিপত্রের পৃষ্ঠা ১৩-১৫ তিনটি পৃষ্ঠা এতদ্বসংগে সংযোজন করা হলো।

অতএব, সংশ্লিষ্ট সকলকে আয়কর বিবরণী দাখিল করার প্রমান পত্র অত্র প্রতিষ্ঠানের হিসাব বিভাগে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বি আর বি হসপিটালস্ লিঃ-এর পক্ষে

(এস.এম. মফলেউদ্দিন আহমেদ)
পরিচালক, মানব সম্পদ ও প্রশাসন

অনুলিপিঃ

০১। মাননীয় চেয়ারম্যান, সদয় অবগতির জন্য।
০২। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সদয় অবগতির জন্য।
০৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।
০৪। পরিচালক, মেডিকেল সার্ভিসেস।
০৫। উপ - পরিচালক, মেডিকেল সার্ভিসেস ।
০৬। সকল বিভাগীয় প্রধান।
০৭। অফিস কপি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। কর নীতি উইং-
আয়কর পরিপত্র-১। ২০১৮ – ২০১৯।

উদাহরণ ৪-৮
জনাব গোপাল শর্মা ২০১৫-১৬ কর বছরে বেতন খাতে ৫,০০,০০০ টাকা আয় প্রদর্শন করে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করেন। পরবর্তীতে এফডিআরে বিনিয়োগ গোপণের কারণে কর মামলাটি ধারা 93 অনুযায়ী পুনঃউন্মোচিত হলে করদাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ধারা 93(1) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করেন যেখানে ১০,০০,০০০ টাকা করমুক্ত আয় প্রদর্শন করা হয়। এক্ষেত্রে ১০,০০,০০০ টাকা ২০১৫-১৬ কর বছরে করদাতার অন্যান্য সূত্রের আয় হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সে অনুযায়ী কর নিরূপিত হবে।

পরিবর্তিত এ বিধান ১ জুলাই ২০১৭ বা তার পরবর্তী কোন তারিখে দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন ও ভুল-সংশোধনী রিটার্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30 এর সংশোধন
অর্থ আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30 তে কয়েকটি বিষয়ে সংশোধনী আনা হয়েছে, যা নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

(ক) কোন employee এর বেতন-ভাতাদি বাবদ খরচ অনুমোদনে রিটার্ন দাখিলের তথ্য যাচাই: নতুন ক্লজ (aaaa) এর সন্নিবেশ

অর্থ আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30তে নতুন একটি ক্লজ (aaaa) সন্নিবেশ করা হয়েছে। সন্নিবেশিত বিধান মোতাবেক ব্যবসা বা পেশা আয় নিরূপণে কোন করদাতার দাবীকৃত বেতনাদি খরচ অনুমোদনের ক্ষেত্রে উপ কর কমিশনার অন্যান্য বিষয়াদির সাথে আরো পরীক্ষা করে দেখবেন যে নিয়োগ সংশ্লিষ্টতার সূত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিলে বাধ্য কোন বেতনভোগী কর্মী (employee) সময়মতো রিটার্ন দাখিল করেছেন কি-না।

একজন নিয়োগকর্তার কাছে বেতনভোগী কর্মীর আয়ের সকল তথ্য থাকে না। এ ক্ষেত্রে নিয়োগ সংশ্লিষ্টতার সূত্রে একজন বেতনভোগী কর্মীর যে সকল তথ্য নিয়োগকর্তার অধিকারে থাকে তার ভিত্তিতে কোন কর বছরে বেতনভোগী কর্মী (employee) এর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে নিয়োগকর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তথ্যগুলো সাধারণভাবে নিম্নরূপ:

(ক) নিয়োগকর্তা কর্তৃক বেতনভোগী কর্মীকে পরিশোধিত বেতন-ভাতাদি আয়ের সূত্রে বা নিয়োগকর্তার লেনদেনের সম্পর্কের সূত্রে কোন কর্মীর আয় করমুক্ত সীমার বেশি হয় কি-না;
(খ) বেতনভোগী কর্মী নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) নিয়োজিত কি-না;

(গ) বেতনভোগী কর্মী shareholder-employee কি-না;
(ঘ) বেতনভোগী কর্মী নিয়োগকর্তার অর্থায়নে (ঋণ, অগ্রিম ইতাদিসহ) ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির মালিক হয়েছেন কি-না;
(ঙ) বেতনভোগী কর্মী কোন পেশাগত সমিতির সদস্য কি-না, ইত্যাদি।

নিয়োগ সংশ্লিষ্টতার সূত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিলে বাধ্য কোন বেতনভোগী কর্মী ধারা 75 এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময় বা মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে উক্ত বেতনভোগী কর্মীকে পরিশোধিত বেতন ভাতাদি ব্যবসায় বা পেশা খাতের আয় নিরূপণে অনুমোদনযোগ্য খরচ বলে বিবেচিত হবে না।

উদাহরণ ৫-১
মিজ্ সুকণ্যা চৌধুরী একটি এনজিওতে রিসার্চ এসোসিয়েট পদে নিয়োজিত। ২০১৬-১৭ আয় বছরে (অর্থাৎ ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে) তার প্রাপ্ত বেতন-ভাতা করমুক্ত সীমার নীচে। মিজ্ চৌধুরীর পদের নাম যা-ই হোক, তিনি একটি নির্বাহী পদে নিয়োজিত। ফলে তার জন্য ২০১৭-১৮ কর বছরের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

উদাহরণ ৫-২
জনাব তাসনিম শাওন একটি কোম্পানির shareholder-employee। ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত আয় বছরে তিনি কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি। জনাব শাওনের জন্য ২০১৭-১৮ কর বছরের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

উদাহরণ ৫-৩
জনাব রিগ্যান চৌধুরী ১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে একটি ক্লিনিকে ডাক্তার হিসেবে যোগদান করেছেন। একজন ডাক্তারের জন্য পেশাগত কাউন্সিলের নিবন্ধিত সদস্য হওয়া ও সেসূত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক বিধায় জনাব চৌধুরীর জন্য ২০১৭-১৮ কর বছরের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক।

যেহেতু ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, তাই উপরের উদাহরণে বর্ণিত কোন বেতনভোগী কর্মীকে ডিসেম্বর, ২০১৭ মাসের বেতনভাতাদি পরিশোধের সময় নিয়োগকর্তা পরীক্ষা করে দেখবেন যে বর্ণিত বেতনভোগী কর্মী আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন কি-না বা বর্ধিত সময় পেয়েছেন কি-না। কোন বেতনভোগী কর্মী ধারা 75 এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময় বা মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে উক্ত বেতনভোগী কর্মীকে ডিসেম্বর ও তার পরের মাসসমূহের পরিশোধিত বেতন ভাতাদি নিয়োগকর্তার সংশ্লিষ্ট আয় বছরের ব্যবসায় বা পেশা খাতের আয় নিরূপণে অনুমোদনযোগ্য খরচ বলে বিবেচিত হবে না।

উদাহরণ ৫-৪

জনাব সাব্বির হাসান আলফা কোম্পানির একজন সেলস এক্সিকিউটিভ। যেহেতু জনাব হাসান একটি নির্বাহী পদে নিয়োজিত, তাই তার জন্য ২০১৭-১৮ কর বছরের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু জনাব হাসান ২০১৭-১৮ কর বছরের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল করেননি। ২০১৭-১৮ আয় বছরে আলফা কোম্পানি জনাব সাব্বির হাসানকে বেতনভাতা বাবদ মোট ৩০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে, যার মধ্যে ডিসেম্বর ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ সময়ে পরিশোধিত বেতনভাতার পরিমাণ ১৮,০০,০০০ টাকা।

আলফা কোম্পানির ব্যবসায় খাতের আয় নিরূপণে উক্ত ১৮,০০,০০০ টাকা অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে পরিশোধকৃত বা পরিশোধযোগ্য বেতনভাতাদির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(খ) সরকারকে বিশেষ সার্ভিস প্রদানের কাজে বিদেশ ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত খরচ অনুমোদনের সীমা শিথিলকরণ - ক্লজ (k) এর বিধান সংশোধন

অর্থ আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30 এর বিদ্যমান ক্লজ (k) এর পর একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করা হয়েছে। নতুন প্রোভাইসোর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারকে সরাসরি সেবা প্রদান ব্যবসায় বা পেশায় জড়িত কোন করদাতার ক্ষেত্রে বিদেশ ভ্রমণ যদি উক্ত সেবা প্রদানের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হয় তাহলে উক্ত করদাতার বর্ণিত বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে ধারা 30 এর ক্লজ (k) তে বর্ণিত সীমা প্রযোজ্য হবেনা।

উক্ত ধারার সুবিধা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ হতে হবে-

(১) বাংলাদেশ সরকারকে সরাসরি সেবা প্রদান এবং সেবার বিনিময়ে সরকারী কোষাগার হতে অর্থ গ্রহণ; এবং

(২) সেবাটি বিশেষ প্রকৃতির, যেখানে বিদেশ ভ্রমণ উক্ত সেবা প্রদানের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান (অর্থাৎ বিদেশ ভ্রমণ ব্যতীত উক্ত সেবা প্রদান সম্ভব নয়)।

পরিবর্তিত বিধান ২০১৭-১৮ কর বছর থেকে কার্যকর হবে।

(গ) খরচ অনুমোদনে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে ১২-ডিজিট টিআইএন যাচাই: নতুন ক্লজ (o) এর সন্নিবেশ

অর্থ আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30 তে নতুন একটি ক্লজ (o) সন্নিবেশ করা হয়েছে। সন্নিবেশিত বিধান মোতাবেক, ধারা 184A